প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্থিতিস্থাপকতা তৈরির প্রশিক্ষণ

সিএসআইডি [CSID]সেন্টর ফর সার্ভিস অ্যান্ড ইনফরমেশন অন ডিজঅ্যাবিলিটি (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশের পটভূমি

- প্রতিবন্ধী শিশুদের [চিলড্রেন উইথ ডিজঅ্যাবিলিটিস] (সিডব্লিউডি) জন্য প্যান-ডেমিক বিশেষ নতুন চ্যালেঞ্জ ও বিশেষ কষ্টের সৃষ্টি করেছে।
- একটি সিএসআইডি স্টাডিতে দেখা গিয়েছে যে[১২] প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়েরা আবেগীয়, শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের উচ্চ ঝুঁকিতে আছে।
- বহু প্রতিবন্ধী শিশু হিংসা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাদের কাছ থেকে যাদের কথা ছিল তাদের সুরক্ষিত করার। সামাজিক প্রথা হচ্ছে শিশুদের মারা ও চিৎকার করা এবং তাদের শাসন করতে জোর করা গ্রহণযোগ্য। খুব কম মা-বাবাই তাদের আচরণকে ঘরোয় হিংসা মনে করেন।মেয়েরা আরো বেশি বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয় কারণ তাদের কাছে প্রত্যাশা করা হয় তারা যেন জোরে কথা না বলে বা বাইরে না খেলে। দৈনন্দিন জীবনে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে তারা আরো অসহায়।
- প্রতিবন্ধী শিশুরা তাদের শারীরিক ও যোগাযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে ঘরে ও কমিউনিটিতে সব ধরণের নির্যাতন ও হিংসার শিকার হওয়ার সম্ভাবনায় থাকে। নির্ভরতা ও চলাফেরার সমস্যার কারণে শিশুরা ঘরে আটকা থাকে যার ফলে তাদের অসহায়ত্ব আরো বৃদ্ধি পায়।
- কোভিড-১৯ এর আগে প্রতিবন্ধী শিশুরা স্কুলে গিয়েছে এবং তাদের বন্ধুবান্ধব-দের সাথে দেখা করেছে, কিন্তু লকডাউনের ফলে তারা তাদের ঘরে আটক ছিল যেখানে তারা প্রায়ই অবহেলার শিকার হয় এবং তাদেরকে সম্মানের সাথে দেখা হয় না বা বোঝা হয় না। কমিউনিটির কাছ থেকে তারা ক্রমাগত হয়রানির শিকার হয়, যার ফলে তারা মানসিক আঘাত পায় এবং যা তাদেরকে বাইরের পৃথিবীর সাথে মেলামেশা করতে প্রতিরোধ করে। বহু প্রতিবন্ধী শিশুদের বোঝা মনে করা হয় এবং তাদের দুর্বল মনে করা হয়।

চর্যা: প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্থিতিস্থাপকতা তৈরির প্রশিক্ষণ

২০১৯ সাল থেকে, সিএসআইডি একটি দশ-দিন ব্যাপি স্থিতিস্থাপকতা তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে প্রতিবন্ধী শিশুদের সুরক্ষার উপর, শিশুদের নিজেদের জন্য। কোর্সটি দশ সপ্তাহ ধরে দশটি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয় যার প্রতিটি অধিবেশন হয় দুই থেকে তিন ঘন্টার।

বেশিরভাগ প্রতিবন্ধী শিশুর তাদের অধিকার, ভালো স্পর্শ ও খারাপ স্পর্শ, শরীরের সীমানা এবং পারিবারিক হিংসা সহ নির্যাতনের ব্যাপারে তথ্য পাওয়ার কোনো উপায় নেই বা খুব অল্প উপায় আছে। প্রশিক্ষণটি তাদেরকে তাদের অধিকারগুলো বুঝতে সক্ষম করে, যার মাঝে রয়েছে সুরক্ষা এবং হিংসা ও নির্যাতনের ব্যাপারে সমস্যাগুলো, এবং এই অধিকারগুলোর লংঘন হলে কী করা যায় ইত্যাদি। প্যানডেমিকের সময়, তিনটি প্রজেক্টের স্থানে প্রশিক্ষণগুলো পরিচালিত হয়েছিল: শহুরে এলাকায় ঢাকা ও বরিশালে এবং ভোলাতে, একটি গ্রামীণ এলাকায়।

১২ The feminine dimension of disability' http://www.csid-bd.com/assets/backend/study_research/1600321234-research05.pdf

সিএসআইড প্রতিবন্ধী শিশুদের মা-বাবা ও কেয়ারগিভারদের জন্য একটি পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ কোর্সও প্রদান করে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিরুদ্ধে হিংসার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়ার ব্যাপারে রেফারাল সিস্টেমের ব্যাপারে তথ্য প্রদান করতে।এই জ্ঞান নিয়ে মা-বাবা ও কেয়ারগিভাররা কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটির কাছে মা-বাবা ও কেয়ারগিভাররা নির্যাতনের ঘটনা রিপোর্ট করতে পারেন।

চর্চাগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল

সিএসআইড এর কর্মীরা ৮ থেকে ১৮ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিত করেছিল, শিশু সুরক্ষার ব্যাপারে তারা কতটুকু বুঝতে পারে তা মূল্যায়ন করেছিল এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে তাদের উৎসাহিত করেছিল। প্রশিক্ষণটি একটি উপযোগি স্থানে (একটি খেলার মাঠ বা বড়ো হলে) অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেটিতে সকল অংশগ্রহণকারীরা প্রবেশ করতে পেরেছিল। বিভিন্ন ধরণের অক্ষমতা আছে এমন শিশুরা অংশগ্রহণ করেছিল, যেহেতু সিএসআইডি-এর মাঠকর্মীরা সাইন ল্যাংগুয়েজে, বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে এবং মস্তিষ্কের বিকাশজনিত অক্ষমতা আছে এমন শিশুদের সাথে কাজ করার ব্যাপারে অভিজ্ঞ।

প্রতিটি অধিবেশন দুইজন সিএসআইডি ফ্যাসিলিটেটর পরিচালনা করেছিলেন। একজন অধিবেশনটি পরিচালনা করেছিলেন এবং অন্যজন নিশ্চিত করেছিলেন যে সকল শিশুরা সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেসকল শিশুরা অংশগ্রহণ করছিল না তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে কর্মীরা শিশু-বান্ধব পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। ফ্যাসিলিটেটর এমন শিশুদের প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন একটি অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ তৈরি করে যার ফলে উদ্বেগ হ্রাস পায়। কর্মীরা অধিবেশনগুলো একটি আরামদায়ক ও বন্ধুত্বমমূলক উপায়ে পরিচালানা করেছিলেন, তারা রোল প্লে, নাটক, গান ও ছবি ব্যবহার করে অধিবেশনটিকে আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। প্রতিটি শিশু ব্যক্তিগত মনোযোগ পেয়েছে এবং তাদের কথা শোনানোর সুযোগ পেয়েছে।

প্রশিক্ষণ শেষে, একটি মূল্যায়ন করা হয়েছিল।কর্মীরা প্রতিটি শিশুর বাসা পরিদর্শন করেছিল তাদের শিক্ষা মূল্যায়ন করার জন্য এবং ফিডব্যাক ব্যবহার করা হয়েছিল পরবর্তী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটিকে উপযোগী ও পরিবর্তন করার জন্য।

কোভিড -১৯ এর আলোকে চর্চাটি কীভাবে পরিচালনা করা হয়েছিল

প্যানডেমিকের শুরুতে, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মাঠ ভিত্তিক কমিউনিটি পরিষেবা প্রদানকারীরা শিশুদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কিন্তু, প্রতিবন্ধী শিশুদের এমন সহযোগিতা প্রয়োজন যা ভার্চুয়ালি প্রদান করা যায় না, যেমন থেরাপিউটিক ইন্টারভেনশন, ফিজিয়োথেরাপি, স্পিচ থেরাপি এবং মানসিক কাউন্সেলিং। কোভিড-১৯ এর সময়, এসআইড কমিউনিটি পরিষেবা প্রদানকারীরা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি গ্রহণ করে, শিশুদের সাথে মুখোমুখি সভা আয়োজন করেছিল সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে; প্রশিক্ষণগুলোও মুখোমুখি আয়োজন করা হয়েছিল।

কোভিড-১৯ এর আগে প্রশিক্ষণগুলো প্রদান করা হয়েছিল ১২-১৫ জন শিশুর গ্রুপে। এই সংখ্যাটি কমিয়ে ছোটো করে কেবল পাঁচটি শিশুতে নিয়ে আসা হয়েছিল, যেখান সকল সরকারী নির্দেশনা মেনে চলা হয়েছিল কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষিত থাকতে।সিএসআইডি কর্মীরা কোভিড-১৯ মহামারীর বিবেচনায় প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে ডব্লিউএইচও এর নির্দেশনা মেনে চলেছিল।[১৩]

প্রভাব

- আনুমানিক ৬৫৪ জন শিশু - ৩৬১ জন ছেলে এবং ২৯২ জন মেয়ে - জানিয়েছে যে প্রশিক্ষণের ফলে ঘরো হিংসা হ্রাস পেয়েছে।
- মার্চ ২০১৯ থেকে এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত, সিএসআইডি মাঠ কর্মীদের কাছে ৩৭টি শিশু তাদের বিরুদ্ধে হিংসা ও নির্যাতনের কথা জানিয়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিশুরা তাদের ভেতরের সক্ষমতা ও শক্তি চিহ্নিত করতে অধিকতর আত্মবিশ্বাসী হয়েছে, বিজ্ঞা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং আরো সামাজিক হয়েছে এবং অন্যদের সাথে তাদের সমস্যা শেয়ার করতে পারে।

১৩ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332015/WHO-2019-nCov-Disability-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- প্রশিক্ষণের আগে বেশিরভাগ শিশু খুব লাজুক ছিল এবং তাদের মা-বাবা ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে খুব বেশি কিছু শেয়ার করত না। এখন একটি অনেক বড়ো সংখ্যক তাদের মা-বাবা, বন্ধু ও সিএসআইডি কর্মীদের সাথেও হিংসার ঘটনা শেয়ার করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে কয়েকজন স্কুলে যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয় সেগুলোর ব্যাপারে কথা বলছে।
- শিশুরা তাদের শরীরের সীমানার ব্যাপারে শিখেছে, যে তাদের শরীরটি তাদের নিজের এবং তাদের অনুমতি ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না। তারা এখন নিরাপদ ও অনিরাপদ স্পর্শের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং সাম্ভাব্য ঝুঁকি বুঝতে ও চিহ্নিত করতে পারে। তারা বুঝতে পারে যে নির্যাতনের কথা গোপন রাখলে তা কাউকে নির্যাতনের শিকার হওয়া থেকে সুরক্ষিত করে না এবং সহযোগিতা চাইলে নির্যাতন বন্ধ হতে পারে। এটি তাদের নিজেদের সুরক্ষিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহায্য করে। অনেকেই চাইল্ড হেলপলাইন নম্বরের মাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছে এবং সিএসআইডি কর্মীকে জানিয়েছে। প্রশিক্ষণের আগে এটি সচরাচর দেখা যেত না।
- মা-বাবা ও কেয়ারগিভারদের প্রশিক্ষণের ফলে প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি পারিবারিক হিংসা হ্রাস পেয়েছে, যেটি তাদের সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে।

চর্চাটি কেন কার্যকর ছিল

- **সার্বিক পদ্ধতি:**প্রতিবন্ধী শিশুদের উপর পারিবারিক হিংসার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে, সিএসআইড সকল মূল স্টেকহোল্ডারদের জড়িত করেছিল - শিশু, মা-বাবা, কমিউনিটি, স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার। কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি প্রতিটি শিশু সুরক্ষা কেসের ফলো আপ করেছিল এবং সিএসআইড ফ্যামিলি ফলো আপ ভিজিট সম্পন্ন করেছিল।
- **লক্ষ্য ভিত্তিক প্রশিক্ষণ:** প্রতিটি দিনের প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল এবং যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়েছিল যেন শিশুরা উন্মুক্তভাবে মেলামেশা করতে পারে।
- **দক্ষ ফ্যাসিলিটেটরস:** প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা ফ্যাসিলিটেটরদের ছিল। তারা কমিউনিটির বৈশিষ্ট এবং যে সকল সহযোগিতা পাওয়া যায় সে ব্যাপারেও জ্ঞান রাখত। তারা শিশুদের সাথে মেলামেশা, ইতিবাচক মন্তব্য প্রদান এব শিশুদের আরাম অনুভব করাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কর্মকান্ডগুলো একটি মজাদার ও কৌতুকপূর্ণ উপায়ে পরিচালিত হয়েছিল যেন সংবেদনশীল বিষয় যেমন পারিবারিক হিংসা নিয়ে আলোচনা করা যায় অংশগ্রহণকারীদের বিদ্ধস্ত অনুভব না করিয়ে। ফ্যাসিলিটেটরসরা গোপনীয়তাও বজার রেখেছিলেন এবং বুঝতে পারা ও সম্মানের ফ্রেমওয়ার্কে কাজ করেছিল, যা সকল শিশুকে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে।

ফ্যামিলি ফর এভরি চাইল্ড একটি ডিজঅ্যাবিলিটি টুলকিট বানিয়েছে। টুলকিটের রিসোর্সেস গুলো পরিবারের জোটভুক্ত সদস্যদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানায় যেন প্রতিবন্ধী শিশু, তাদের অধিকার ও চাহিদা, এবং তাদের কেয়ারার, মা-বাবা ও পরিবারের অন্যন্য সদস্যদের অধিকার ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়।এটি পাওয়া যাযে চেঞ্জমেকারস ফর চিলড্রেন প্ল্যাটফর্মে এখানে।

শিশুদের কন্ঠ

“প্রশিক্ষণটির মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি যে নির্যাতন কি। আমি সিএসআইডি কর্মীদের সাথে সাথে জানিয়েছি যখন একজন স্থানীয় রাস্তার দোকানদার আমাকে নির্যাতন করার চেষ্টা করেছিল। ”

চৌদ্দ বছর বয়সী মেয়ে যে মৃদু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, কাশিপুর, বরিসাল।

কেস স্টাডি: শিশুদের অধিকার সম্পর্কে শিখতে মা-বাবাকে সাহায্য করা।

একজন মা তার ১৫ বছর বয়সী বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছেলেকে তার আচরণের জন্য সবসময় তার প্রতি চিৎকার করতেন এবং মাঝে মাঝে শারীরিকভাবে মারতেন। সিএসআইডি মা-বাবা উভয়ের সাথেই কাউন্সেলিং অধিবেশনের আয়োজন করেছিল, যেখানে আলোচনা করা হয়েছিল কীভাবে তাদের কর্মকান্ডগুলো সাহায্য করছিল না কিন্তু সেগুলো প্রকৃতপক্ষে তাদের সন্তানের ক্ষতি করছিল এবং এগুলো তাদের বিরুদ্ধে হিংসা।এরপর থেকে ছেলের প্রতি মায়ের আচরণে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছিল, এবং প্রাপ্ত কাউন্সেলিং এর ফলে হিংসা বন্ধ হয়েছিল।

কামরাঙ্গিচর, ঢাকা।